



আইএসআই মদতপুষ্ট জঙ্গি রুখতে অভিযান

নয়াদিল্লি: পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পাক আইএসআই মদতপুষ্ট শাহজাদ ভাট্টি গ্যাং-এর সদস্য হামিম মণ্ডল ও তার বান্ধবী অর্পিতা সরকার। এবারে, স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশজুড়ে নাশকতার পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পাকিস্তান-ভিত্তিক আইএসআই-সমর্থিত শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে বড়সড় বহু-রাজ্য অভিযান চালান নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দাবি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশনায় ১২ আগস্ট একযোগে ১৪টি রাজ্যে অভিযান চালিয়ে ২৫৩ জনকে আটক করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ৮০টিরও বেশি এফআইআর এবং ২০০-র বেশি গ্রেফতার নথিভুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ‘এক্স’-এ দেওয়া এক বার্তায় জানান, স্বাধীনতা দিবসের আগে আইএসআই-সমর্থিত শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নাশকতার পরিকল্পনা ব্যর্থ করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে সমন্বিত অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী এই নেটওয়ার্কের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও তিনি জানান। অভিযানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্র ও নাশকতামূলক সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে

ইস্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইইডি, পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির চিহ্নযুক্ত গ্রেনেড, পিস্তল, জীবন্ত কার্তুজ এবং গুলুচরবুড়ির কাজে ব্যবহৃত সিসিটিভি ক্যামেরা। কেন্দ্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রী এই নেটওয়ার্কের আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগের বিষয়টি সামনে এনেছে। শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ককে পাকিস্তান-ভিত্তিক এবং আইএসআই-সমর্থিত একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে গ্রেনেড, আইইডি ও পেট্রল বোমা হামলা এবং বেছে বেছে হত্যার মতো একাধিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের যোগ রয়েছে। এছাড়াও নেটওয়ার্কটির সদস্যরা স্থানীয় সহযোগীদের অর্থ দিয়ে পুলিশ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থাপনা এবং ধর্মীয় স্থানগুলির উপর নজরদারি চালানো এবং গুলুচরবুড়ির উদ্দেশ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজে ব্যবহার করত বলে অভিযোগ। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য নাশকতা ও অশান্তির পরিকল্পনা প্রতিহত করতেই ১২ আগস্ট সমন্বিত অভিযান চালানো হয়। রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে তাৎক্ষণিক গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা ব্যবহার করে এই অভিযান পরিচালনা করা

হয়। উত্তরপ্রদেশে ৬২ জন, হরিয়ানায়ে ৫২ জন, দিল্লিতে ৫১ জন, পাঞ্জাবে ৪৪ জন, রাজস্থানে ১৫ জন, মহারাষ্ট্রে ৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫ জন, কর্ণাটক, গুজরাট ও বিহারে ৩ জন করে এবং তেলঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং কেরলে ২ জন করে আটক করা হয়েছে। দিল্লি ও কর্ণাটকে এই অভিযানের পর নতুন করে এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির তথ্য অনুযায়ী, শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ৮০টিরও বেশি এফআইআর এবং ২০০-র বেশি গ্রেফতার হয়েছে। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, অস্ত্র আইন, মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জড়িতদের যে ছাড়া হবে না তাও জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, দেশজুড়ে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অব্যাহত থাকবে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্কের অবশিষ্ট যোগাযোগ ও কাঠামো ভেঙে দেওয়ার জন্য অভিযান চালিয়ে যাবে বলেও জানানো হয়েছে।

পেট্রোকেম ও রেল পরিকাঠামোয় গতি বঙ্গে

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও রেল পরিকাঠামো—দুই ক্ষেত্রেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে গতি আসতে চলেছে। হলদিয়ায় প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকার পেট্রোকেমিক্যাল বিনিয়োগ এবং নদিয়ার কল্যাণী স্টেশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় উন্নীত করার উদ্যোগ বাংলার শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। হলদিয়ায় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ফেনল ও অ্যাসিটোন কমপ্লেক্স আগামী ১৪ অক্টোবর উদ্বোধন হওয়ার কথা। সংস্থার সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ্যাডব্লাস পলিমার্স অ্যান্ড কেমিক্যালস-এর মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই প্রকল্প উচ্চমূল্যের রাসায়নিক উৎপাদনে নতুন সক্ষমতা তৈরি করবে। একই সঙ্গে হলদিয়ার শিল্পভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনাও বাড়াবে। প্রকল্পটিতে থাকছে ওলেফিন কনভার্সন প্রযুক্তির ভিত্তিতে ভারতের প্রথম নিজস্বভাবে প্রোপিলিন উৎপাদন কেন্দ্র। পাশাপাশি এখানে তৈরি হবে দেশের বৃহত্তম ফেনল উৎপাদন ইউনিট। এর মাধ্যমে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস ফেনলিক্স শিল্পশৃঙ্খলে ভারতের প্রথম সমন্বিত সংস্থা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ফেনল ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক শিল্পের জন্য এই প্রকল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট। উচ্চমূল্যের রাসায়নিক উৎপাদনের

দেশীয় সক্ষমতা বাড়লে সংশ্লিষ্ট নিম্নমারার শিল্পগুলিও উপকৃত হবে। পাশাপাশি হলদিয়াকে কেন্দ্র করে আরও বিনিয়োগ এবং শিল্প সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। শিল্পের পাশাপাশি রেল পরিকাঠামো উন্নয়নেও বাংলায় একাধিক প্রকল্পে গতি আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নদিয়ার কল্যাণী রেল স্টেশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত উন্নয়নের মধ্যে উন্নত প্ল্যাটফর্ম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতীক্ষালয়, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, এক্সপ্লেটর এবং ‘ওয়ান স্টেশন, ওয়ান প্রোডাক্ট’-এর বিক্রয়কেন্দ্র তৈরির মতো পরিকাঠামো থাকতে পারে। রেল মন্ত্রকের লক্ষ্য, যাত্রী পরিষেবায় যাতে দ্রুত উন্নতি আসে, সেই অনুযায়ী কাজ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা। উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগ কেন্দ্র নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেও চলমান পুনর্নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে রেল মন্ত্রক উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-কে আগামী বছরের এপ্রিলের মধ্যে স্টেশন পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের কাজও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য ডিসেম্বরের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নির্বাচনী শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন জ্ঞানেশ

পাটনা: দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সচেতন ও তথ্যভিত্তিক নাগরিক অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার পাটনার জ্ঞান ভবনে ‘ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবস এবং ইসিআইনেট’ বিষয়ক সম্মেলনে ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবস ২.০ -এর সূচনা করে তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি, নির্বাচনী সাক্ষরতা সম্প্রসারণ এবং সচেতন গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। উদ্বোধনী ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ভারতে নির্বাচন সংবিধান, আইন এবং নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায়ে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের সমান্তরাল নজরদারির মধ্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালিত হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তরুণ প্রজন্মকে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও পরিচিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ছাত্রছাত্রী ও তরুণ ভোটারদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভোটার হিসেবে নিবন্ধন, ভোটদান ও গণনার প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত করা জরুরি। তিনি বলেন, তরুণ নাগরিকদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের আস্থা এবং তথ্যভিত্তিক অংশগ্রহণ ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের জন্য একটি বিনিয়োগ। এই উপলক্ষে ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবের নতুন লোগো প্রকাশ করা হয়। নতুন স্লোগান রাখা হয়েছে ‘গণতন্ত্র শেখো, গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দাও’। এর মাধ্যমে তরুণ ও প্রথমবারের ভোটারদের শুধু গণতন্ত্র

সম্পর্কে জানানো নয়, বরং অর্থবহভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং গণতন্ত্রের অগ্রগতিতে অবদান রাখার উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। নতুন ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবস ২.০-এর মাধ্যমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচনী সাক্ষরতার জন্য সুসংগঠিত, দৃশ্যমান এবং ডিজিটালভাবে সক্ষম মঞ্চ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে নির্বাচনী সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও নির্বাচনী সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে নির্বাচন কমিশনের বিস্তৃত ইসিআইনেট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করা হবে। ভোটার তালিকা থেকে ভোটদান পর্যন্ত নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবা এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়। ইসিআইনেটে একটি পৃথক ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব পোর্টালের মাধ্যমে সারা দেশে এই ক্লাবগুলির একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের বিশাল শিক্ষা পরিকাঠামোর কারণে এই উদ্যোগের গুরুত্ব আরও বেশি। দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ স্কুলে প্রায় ২৫ কোটি ছাত্রছাত্রী এবং এক কোটিরও বেশি শিক্ষক রয়েছেন। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে প্রায় ১,৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় ৭০,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে আনুমানিক ৪.৩৩ কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। এই বিস্তৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবস ২.০-র মাধ্যমে তথ্যনির্ভর ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক নির্বাচনী শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে

দ্বিতীয় পাতায়

ঘাসজমি সংরক্ষণে জোর

মরু্করণ মোকাবিলা সম্মেলনে নির্দেশিকা প্রকাশ করল ভারত

উলানবাতার: ভারতের ঘাসভূমি, সাভানা, মরুভূমি ও অন্যান্য উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য, পরিবেশগত গুরুত্ব এবং আর্থসামাজিক ভূমিকা তুলে ধরে দেশের প্রথম ‘ঘাসভূমি ও ভারতের অন্যান্য উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের নির্দেশিকা’ প্রকাশ করল ভারত। সোমবার মঙ্গোলিয়ার উলানবাতারে রাষ্ট্রসংঘের মরু্করণ মোকাবিলা কনভেনশনের সপ্তদশ কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ-এ এই নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এক বিশেষ ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, দীর্ঘদিন ধরে গাছের অনুপস্থিতির ভিত্তিতে ঘাসভূমি, ঝোপঝাড়ের অঞ্চল ও গিরিখাতকে বিচার করা হয়েছে। অথচ এই বাস্তুতন্ত্রগুলিতে এমন বহু প্রজাতির আশ্রয় রয়েছে, যেগুলি পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। একই সঙ্গে এই অঞ্চলগুলি পশুপালক সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকারও ভিত্তি। তাঁর মতে, আধুনিক বিজ্ঞানও স্থানীয় সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করছে—সুস্থ ঘাসভূমি জীববৈচিত্র্য, জীবিকা এবং জলবায়ু সহনশীলতার জন্য অপরিহার্য। মন্ত্রী জানান, রাজস্থানের আজমেরে তাঁর বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই নির্দেশিকার বিষয়টি গভীরভাবে যুক্ত। ছোটবেলায় তিনি এমন বহু চারণভূমি ও মরু-ঝোপঝাড়ের অঞ্চল দেখেছেন, যেগুলিকে প্রায়ই ‘অনুর্বর জমি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হত। তিনি ঐতিহ্যবাহী ওরান বা গোচর ভূমি-র কথাও স্মরণ করেন, যেগুলি স্থানীয়

গ্রামবাসীরা সংরক্ষণ করতেন। স্থানীয় মানুষের উপলব্ধি ছিল, জমি, পশুপাল এবং মানুষের জীবন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, ভারতের উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও বিস্তার, তাদের পরিবেশগত গুরুত্ব এবং ভূমিক্ষয় নিরপেক্ষতার লক্ষ্য অর্জনে পুনরুদ্ধারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আরও শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক তথ্যভাণ্ডার, ভূমিক্ষয়ের উন্নত মূল্যায়ন এবং বৃহত্তর ভূদৃশ্যভিত্তিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বনাঞ্চলের পাশাপাশি ঘাসভূমি ও অন্যান্য উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণেও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রসংঘের মরু্করণ মোকাবিলা কনভেনশনের সপ্তদশ সম্মেলনের একটি সরকারি পার্শ্ব-অনুষ্ঠানে এই নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। অশোকা ট্রাস্ট ফর রিসার্চ ইন ইকোলজি অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার, সেন্টার অব

এক্সপ্লোরেশ অন সাসটেইনেবল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন এবং স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার, ইসরো-র সহযোগিতায় নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সরকারি সংস্থা, বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘাসভূমি ও উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও বিস্তার, তাদের পরিবেশগত গুরুত্ব এবং ভূমিক্ষয় নিরপেক্ষতার লক্ষ্য অর্জনে পুনরুদ্ধারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আরও শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক তথ্যভাণ্ডার, ভূমিক্ষয়ের উন্নত মূল্যায়ন এবং বৃহত্তর ভূদৃশ্যভিত্তিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

নির্দেশিকাটিতে ভারতের প্রধান উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংকলন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্য এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের তথ্য। নির্দেশিকা পশুপালন, অগ্নি-বাস্তুবিদ্যা এবং কার্বন সংরক্ষণ নিয়েও পৃথক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। ভারতের উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বিস্তার হিমালয় ও তরাই অঞ্চলের ঘাসভূমি থেকে খর মরুভূমি ও বান্ধি অঞ্চলের ভূদৃশ্য, দক্ষিণাত্যের সাভানা, পাথুরে মালভূমি, গিরিখাত, ঝোপঝাড় অঞ্চল, উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র এবং মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

আকাশযুদ্ধের ইতিহাসে প্রতিটি প্রজন্মের যুদ্ধবিমান কেবল নতুন কোনও ইঞ্জিন, অস্ত্র বা রাডার নিয়ে আসেনি—বদলে দিয়েছে যুদ্ধের সামগ্রিক দর্শন। এখন বিশ্ব প্রবেশ করছে আরও এক নতুন পর্যায়ে। পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান যখন এখনও বহু দেশের কাছে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি, তখনই সামরিক শক্তিশ্বর দেশগুলি ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান নির্মাণের দৌড়ে নেমে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফ-৪৭, ব্রিটেন-জাপান-ইতালির গ্লোবাল কমব্যাট এয়ার প্রোগ্রাম এবং ইউরোপের ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিমান কর্মসূচি তারই ইঙ্গিত। তবে ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানকে শুধুমাত্র ‘আরও উন্নত যুদ্ধবিমান’ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। আসলে এর মূল দর্শন হল—যুদ্ধবিমান আর একা যুদ্ধ করবে না; গোটা একটি নেটওয়ার্ক যুদ্ধ করবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই নেক্সট জেনারেশন এয়ার ডমিন্যান্স কর্মসূচির অধীনে এফ-৪৭ তৈরির পথে এগিয়েছে। ২০২৫ সালে মার্কিন বায়ুসেনা বোয়িংকে এর ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং ডেভেলপমেন্টের চুক্তি দেয় এবং এটিকে ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান হিসেবে বর্ণনা করে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে চালকবিহীন সহযোগী যুদ্ধবিমান বা ‘কোলাবরেটিভ কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট’-এর সমন্বয়ও থাকবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের যুদ্ধবিমান নিজে যেমন আকাশে লড়বে, তেমনই তার সঙ্গে থাকা একাধিক স্বয়ংক্রিয় বা আধা-স্বয়ংক্রিয় বিমানও একই যুদ্ধ-নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে কাজ করবে। এখানেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য। পঞ্চম প্রজন্মের মূল শক্তি ছিল স্টেলথ, উন্নত সেন্সর, সুপারক্রুজ, অভ্যন্তরীণ অস্ত্র বহন এবং তথ্য -সংযুক্ত যুদ্ধক্ষমতা। ষষ্ঠ প্রজন্ম সেই ধারণাকে আরও অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছে।

এখানে যুদ্ধবিমান হবে একটি উড়ন্ত কমান্ড, সেন্সর ও অস্ত্রকেন্দ্র—যার চারপাশে তৈরি হবে চালকবিহীন সহযোগী বিমান, দূরপাল্লার অস্ত্র, উপগ্রহ, রাডার, বিমানবাহিনীর অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম এবং স্থলভিত্তিক কমান্ড নেটওয়ার্কের সমন্বিত ব্যবস্থা। অর্থাৎ ভবিষ্যতের আকাশযুদ্ধে প্রমাটি আর শুধু ‘কার বিমান বেশি শক্তিশালী’ থাকবে না। প্রশ্ন হবে—কার সেন্সর বেশি দূর দেখতে পারে, কার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত সিদ্ধান্তে সাহায্য করতে পারে, কার ডেটা-নেটওয়ার্ক বেশি নিরাপদ এবং কে প্রথমে শত্রুর যুদ্ধব্যবস্থাকে অন্ধ করে দিতে পারে। এই কারণেই ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের ক্ষেত্রে সেন্সর ও তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব অস্ত্রের মতোই। উন্নত রাডার, ইলেকট্রনিক যুদ্ধব্যবস্থা, ইনফ্রারেড সেন্সর এবং বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যকে একত্র করে পাইলটের সামনে একটি সমন্বিত যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি তুলে ধরাই হবে অন্যতম লক্ষ্য। ফলে পাইলটকে শুধু বিমান চালানোর পরিবর্তে বিশাল একটি যুদ্ধ-নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতে হবে। আর এই জায়গাতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব বাড়ছে। বিপুল পরিমাণ সেন্সর ডেটা মানুষের পক্ষে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্লেষণ করা কঠিন। ভবিষ্যতের যুদ্ধবিমান সেই ডেটা দ্রুত বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য হুমকি শনাক্ত, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং পাইলটকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে। তবে শেষ সিদ্ধান্ত মানুষের হাতে থাকবে কি না, কিংবা কোন পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা পাবে—এই প্রশ্ন ভবিষ্যৎ যুদ্ধনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হয়ে উঠবে। অন্যদিকে ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানেও স্টেলথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। কিন্তু স্টেলথকে আর কেবল বিমানকে রাডারে অদৃশ্য রাখার প্রযুক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে না। ভবিষ্যতের লক্ষ্য হবে শত্রুর কাছে উপস্থিতি গোপন রাখা।

শিল্প করিডর প্রকল্পের বাস্তবায়নে গুরুত্ব

নয়াদিল্লি: দেশের শিল্প পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে দ্রুত বিনিয়োগ ও উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে গতি আনার নির্দেশ দিল কেন্দ্র। সোমবার নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ট্রাস্টের (এনআইসিডিআইটি) শীর্ষ পর্যায়ের নজরদারি কর্তৃপক্ষের তৃতীয় বৈঠকে প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়াল, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক কুমার লাহিড়ি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে চলা প্রকল্পগুলির অগ্রগতি এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিল্প করিডর উন্নয়নের অগ্রাধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে নির্মলা সীতারামন শিল্প করিডর কর্মসূচির অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, মার্চপর্যায়ে প্রকল্পগুলির ইতিবাচক ফলাফলে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাই বর্তমান শিল্পজমি ও পরিকাঠামোর মজুত শেষ হওয়ার আগেই পরবর্তী পর্যায়ের শিল্পজমি ও পরিকাঠামোর পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, উৎপাদন বাড়ানো, পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানের শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিল্প করিডরগুলি সরকারের কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আগের বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে অর্থমন্ত্রী বলেন, শিল্প করিডর উন্নয়নকে ‘টিম ইন্ডিয়া’-র মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পণ্য পরিবহণ, শিল্প উন্নয়ন, রেল এবং এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলে ‘ফায়ার করিডর’-এর ধারণাকে কার্যকর করার উপরও তিনি গুরুত্ব দেন। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, এখন শুধু প্রকল্প অনুমোদনের মধ্যে অগ্রগতি সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। পরিকাঠামো নির্মাণ সম্পূর্ণ করা, শিল্পজমি বরাদ্দ, বিনিয়োগ আনা এবং দ্রুত

উৎপাদন শুরু করাই হতে হবে পরবর্তী পর্যায়ের মূল লক্ষ্য। জমি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংস্থাগুলির ক্ষমতা সংক্রান্ত বাধাগুলি দ্রুত দূর করার জন্য রাজ্যগুলিকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তির মাধ্যমে সমন্বিত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগকারীবান্ধব জমি বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু রাখার উপরও জোর দেন নির্মলা। তাঁর মতে, শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনায় শ্রমিকদের আবাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, গণপরিবহণ এবং অন্যান্য সামাজিক পরিকাঠামোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে পরিকাঠামো ও উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়তে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। এর মধ্যে সরকারি মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি, রাজ্যগুলিকে বিশেষ সহায়তা, উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য উন্নত ঋণ সহায়তা এবং দেশীয় উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করতে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত পদক্ষেপের উল্লেখ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়াল শিল্প করিডর প্রকল্পগুলির দ্রুত ও ফলাফলভিত্তিক বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। তাঁর বক্তব্য, প্রকল্প সম্পন্ন করার পাশাপাশি দ্রুত বিনিয়োগ আনা এবং শিল্পাঞ্চলগুলিকে কার্যকর উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন যোজনা—ভব্য এবং ভবিষ্যতের শিল্পাঞ্চলগুলিকে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তুলতে হবে। শিল্পাঞ্চল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন প্রকল্পের পরিবর্তে সমগ্র এলাকার সমন্বিত উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেন তিনি। বিনিয়োগকারীদের কাছে শিল্পাঞ্চলগুলির সুযোগ আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলেন পীযুষ গয়াল। ভারতের বিভিন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগানো ও নির্দিষ্ট দেশ ও শিল্পক্ষেত্রের জন্য পৃথক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কথা বলেন।

আক্রমণ শানাবে ইরান

দুবাই: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের স্থায়ী অবসান নিয়ে আলোচনায় অচলাবস্থার মধ্যে নিজেদের নীতি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে ‘সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক’ কৌশলে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। সোমবার রয়টার্সকে এক ইরানি শীর্ষ আধিকারিক এমনটাই জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন নৌ-অবরোধ ভাঙতে তেহরান ‘সময়োপযোগী ও নির্ভুল’ সামরিক হামলা চালাতে প্রস্তুত।

২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরান -বিরোধী হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। একই সঙ্গে শান্তি আলোচনা এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল পুনরায় শুরু করার প্রচেষ্টাও কার্যত থমকে রয়েছে।

ইরানি ওই আধিকারিক বলেন, হরমুজ প্রণালী এবং বৃহত্তর অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে এবং ইরানের বিভিন্ন সংস্থাকে সেই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁর দাবি, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে জুন মাসে করা অন্তর্বর্তী সমঝোতার সমস্ত শর্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। এটিকেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে দেখছে তেহরান। ইরানের এই অবস্থানের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরানের উচিত ‘আত্মসমপণের সাদা পতাকা’ তোলা।

জুনে স্বাক্ষরিত সমঝোতা অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে ওয়াশিংটন ও তেহরানের একটি বৃহত্তর চুক্তিতে পৌঁছানোর কথা ছিল। সেই চুক্তির মধ্যে ইরানের পরমাণু কর্মসূচির উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত

জ্ঞানেশ

প্রথম পাতার বাকি অংশ

সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণদের সচেতন গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের দূত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবগুলির মাধ্যমে ভোটার হিসেবে নিবন্ধন, ভোটদান এবং ভোট গণনা -সহ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি ইসিআইনেট অ্যাপ এবং নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সম্পর্কেও তরুণদের অবহিত করা হবে।

এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নালন্দার রাজগির আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বুথ লেভেল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১৬ ও ১৭ আগস্ট বিহার সফরের সময় তিনি মধুবনী, বৈশালী ও নালন্দাতেও মার্চপর্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

নির্বাচন কমিশনের এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধু শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং সচেতন ভোটার ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নৌশক্তি-র বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি: ভারতীয় নৌবাহিনীর সামুদ্রিক নজরদারি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা আরও শক্তিশালী করতে দুইটি এমকিউ-৯বি সি গার্ডিয়ান হাই অস্টিটিউড লং এন্ডিউরেস্স রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফ্ট সিস্টেম ৩০ মাসের জন্য লিজ নেওয়ার চুক্তি স্বাক্ষর করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই বিষয়ে জেনারেল অ্যাটমিক্স অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমস ইনকর্পোরেটেড -এর সঙ্গে চুক্তি করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। চুক্তিটির আনুমানিক মূল্য ১,৯৪৩ কোটি টাকা। ১৭ আগস্ট নয়াদিল্লির কর্তব্য সিবন-২-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও অধিগ্রহণের মহানির্দেশক এ. অনবরাসু-র উপস্থিতিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। নতুন দুই এমকিউ-৯বি সি গার্ডিয়ান অত্যাধুনিক ব্যবস্থা, আধুনিক সেন্সর এবং উন্নত পেলোডে সজ্জিত। এগুলি ভারতীয় নৌবাহিনীর মেরিটাইম ডোমেন অ্যাওয়ারেনেস, অর্থাৎ সামুদ্রিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পর্কে নজরদারি ও সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সাহায্য করবে।

ছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সমঝোতা দ্রুত ভেঙে পড়ে। মূল বিরোধের কেন্দ্র হয়ে ওঠে হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ। তেহরানের দাবি, সমঝোতার পঞ্চম ধারায় ওমানের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবহৃত এই জলপথ পরিচালনার অধিকার ইরানের রয়েছে। ওয়াশিংটন এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। এর পরেই সংঘাত ফের শুরু হয়। ইরান এমন কয়েকটি জাহাজের উপর হামলা চালায়, যেগুলি তাদের অনুমোদনহীন পথে হরমুজ প্রণালী অতিক্রমের চেষ্টা করছিল বলে তেহরানের দাবি।

ট্রাম্প ৭ জুলাই ঘোষণা করেছিলেন যে ওই চুক্তি কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে ইরান বারবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। হরমুজ প্রণালীর ব্যবস্থাপনা নিয়ে ইরান পৃথকভাবে ওমানের সঙ্গে একটি চুক্তি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বৃহত্তর শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে এই সমঝোতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তেহরানের দাবি, দুই দেশ চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে, যদিও আলোচনা ধীরগতিতে এগোচ্ছে। এদিকে ট্রাম্প ওমানকে হুমকি দিয়ে বলেন, ওমান যদি বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেবে। ওমানের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যের তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে শুরু হওয়া সংঘাতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, মূলত ইরান ও লেবাননে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা গত এক সপ্তাহে আরও বেড়েছে। ইরান ওমান, জর্ডন, কুয়েত, ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে মার্কিন সম্পদ ও পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা

হয়েছে। যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক তেল বাজারেও অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আন্তর্জাতিক বৈশ্বমার্ক ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম একসময় ব্যারেলপ্রতি ১২৬ ডলারে পৌঁছেছিল, যা যুদ্ধের আগে দামের তুলনায় প্রায় ৭৫ শতাংশ বেশি। সোমবার ব্রেন্টের দাম সামান্য বেড়ে প্রায় ৮৯ ডলার প্রতি ব্যারেল হয়েছে। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই আমেরিকানদের সতর্ক করেছেন যে যুদ্ধের কারণে উচ্চ জ্বালানি মূল্য আরও কিছুদিন বজায় থাকতে পারে। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, ইরানকে পরাজিত করার পর হরমুজ প্রণালীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘অঞ্চল’ হিসেবে ঘোষণা করার কথা তিনি বিবেচনা করছেন। ট্রাম্পের মতে, ইরান যাতে কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, সেটিই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথিদের সাম্প্রতিক হামলাও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়েছে। সোমবার হুথিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি দাবি করেন, বাব এল-মান্দেব প্রণালীতে তারা একটি সৌদি সামরিক জাহাজ এবং চারটি সহযোগী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই হামলার তাৎক্ষণিক কোনও নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরকে সংযুক্তকারী বাব এল -মান্দেব প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। ফলে হরমুজের পাশাপাশি এই জলপথেও সামরিক উত্তেজনা বাড়তে থাকলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ, পণ্য পরিবহণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরও বড় চাপ তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ।

ঘাসজমি সংরক্ষণে

প্রথম পাতার বাকি অংশ

বাস্ততন্ত্রগুলি বিভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি মাটি ও জলচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্বন সঞ্চয়ের পাশাপাশি পশুপালন, গবাদি পশুভিত্তিক অর্থনীতি এবং কৃষিনির্ভর জীবিকাকেও এগুলি সহায়তা করে। অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কেন্দ্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসভূমি ও শুষ্কভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, মানুষের অংশগ্রহণভিত্তিক চারণভূমি পরিচালনা, জলবায়ু সহনশীলতা এবং বৃহৎ ভূদৃশ্যের স্তরে সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক, বৈজ্ঞানিক ও নীতিগত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানভিত্তিক ও ভূদৃশ্যকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রতি ভারতের অঙ্গীকার আরও স্পষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে ভূমিক্ষয়, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই জীবিকার আলোচনায় ঘাসভূমি, চারণভূমি এবং অন্যান্য উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে

মূলধারায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশিকা নীতিনির্ধারণক, গবেষক, সংরক্ষণকর্মী, উন্নয়ন সংস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের প্রথম এই ধরনের নির্দেশিকা আন্তর্জাতিক মাঞ্চ প্রকাশের ফলে দেশের বৈচিত্র্যময় উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি ভূমি পুনরুদ্ধার, চারণভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমিক্ষয় নিরপেক্ষতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাতেও ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে এই উদ্যোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভারতের উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্যকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে তুলে ধরা। হিমালয়ের ঘাসভূমি থেকে শুরু করে থর মরুভূমি, বাম্বি, দাক্ষিণাত্যের সাভানা, উপকূলীয় অঞ্চল ও অন্যান্য শুষ্ক ও উন্মুক্ত ভূদৃশ্য—প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রের নিজস্ব পরিবেশগত গুরুত্ব রয়েছে। ফলে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও একক কোনও পদ্ধতির পরিবর্তে অঞ্চলভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।



ডাকে সাজ দিয়ে...